খুচরো ও পাইকারী ব্যবসা সহ সর্বগ্রাসী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মিছিল ও প্রতিবাদ সভা

১০ ই নভেম্বর, সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার- মেট্রো চ্যানেল, জমায়েত বেলা ১টা

রাজ্যবাসীর কাছে আবেদন

গত কয়েক বছর যাবৎ উন্নয়নের নামে রাজ্য তথা দেশজুড়ে চলছে এক অসহনীয় সন্ত্রাস। শিল্পায়নের অজুহাতে চলছে নির্বিচার জমি অধিগ্রহণ, বুজিয়ে দেওয়া হচ্ছে জলাভূমি, অধিগৃহীত হয়ে যাচ্ছে সমুদ্র উপকূল, নদী, নালা, খাল, বিল, পাহাড়। সর্বত্রই এখন লুঠেরাদের থাবা পড়েছে। গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে কৃষকদের। নন্দীগ্রাম, কলিঙ্গনগর, খাম্মাম যার জ্বলন্ত উদাহরণ। স্থানীয় স্বনির্ভর অর্থনীতিকে ভেঙ্গে বিত্তশালীদের প্রয়োজনে ঘিরে নেওয়া হচ্ছে উর্বর চাষের জমি। মূহূর্তে জীবিকাচ্যুত হয়ে যাচ্ছে হাজার হাজার মানুষ, তাদের জীবন- জীবিকার দায় দায়িত্ব নিচ্ছে না সরকার। একদিকে ১৮৯৪ সালের ঔপনিবেশিক আইন প্রয়োগ করে অধিগৃহীত হচ্ছে জমি, অন্যদিকে বহুজাতিক বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির স্বার্থে দেশের পুরোন আইনগুলোকে বদলে দিয়ে গড়ে নেওয়া হচ্ছে জনস্বার্থ বিরোধী নতুন আইন।

দেশের মানুষ খেতে পাচ্ছে না, সেখানে পশ্চিমী দুনিয়ার ভোগের চাহিদা মেটাতে গড়ে তোলা হচ্ছে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল। এমন কি গড়ে নেওয়া হচ্ছে বিশেষ কৃষি অঞ্চল। আর এই সমস্ত বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে জায়গা করে দেওয়া হচ্ছে বিশ্বের তাবৎ তাবৎ বাণিজ্যিক সংস্থাগুলিকে। বিশ্বজুড়ে খাদ্যসংকট যখন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে তখন দেশের কৃষিক্ষেত্রগুলির দখল নিয়ে নিচ্ছে পেপসিকো, মনসান্টো, টেস্কো, মেট্রো ক্যাশ অ্যান্ড ক্যারি, ওয়ালমার্টের মত দানবাকার বিদেশী কোম্পানীগুলি। যখন ভূউষ্ণায়ন এই সংকটকে আরও তীব্র করছে তখন এই সমস্ত সংস্থাগুলি জল, জমি, বীজ, শস্য উৎপাদন এবং বাজার ব্যবস্থার উপর তাদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ আরো বেশী করে জারী করতে চাইছে। তৃতীয় বিশ্বের সমস্ত কৃষিক্ষেত্রগুলিকে এরা গিলে খেতে উদ্যত হয়েছে। এ দেশের বন জঙ্গল খনিজ পদার্থ সহ সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদের উপর একচেটিয়া দখলদারি কায়েম করতে সচেষ্ট হয়েছে ওরা। ফলশ্রুতি - অগুণতি মানুষের জীবিকা নাশ। বিশেষত উপজাতি, আদিবাসী সম্প্রদায়, দরিদ্র জনগোষ্ঠি আরও প্রান্তিকতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। বাড়ছে দারিদ্র, ক্ষুধা, হাহাকার।

বিক্রি হয়ে যাচ্ছে পুরোন বাজার, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, সরকারী হাসপাতাল, বাস টার্মিনাস। গজিয়ে উঠছে পাব, বার, প্লাজা, বাণিজ্যিক কেন্দ্র, শপিং মল। উত্তরবঙ্গে চা বাগান, মহারাষ্ট্রের বিদর্ভ সর্বত্র এই আগ্রাসনের চেহারা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য পরিষেবা ভেঙ্গে পড়ছে। এরই প্রেক্ষাপটে দেশের ভিতরের খুচরো এবং পাইকারী বাজারেও ঢুকে পড়ছে বৃহৎ একচেটিয়া কারবারীরা। তাই বিপন্ন এখন ছোট ব্যবসার সাথে যুক্ত চার কোটি মানুষের জীবন, সেই সাথে তাদের উপর নির্ভরশীল পারিবারিক সদস্যদের নিয়ে মোট কুড়ি কোটি জনগণ। হিসেব বলছে খুচরো ব্যবসার কুড়ি শতাংশ বাজারও যদি এই বৃহৎ বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি ধরতে পারে তাহলে কাজ হারাবে দু কোটি মানুষ, আর কাজ পাবে মাত্র এক লক্ষ আশি হাজার। উল্লেখ্য, ভারতবর্ষে কৃষির পরেই এই খুচরো ব্যবসার স্থান, যেখান থেকে আসে জাতীয় আয়ের চোদ্দ শতাংশ।

কৃষিবাণিজ্য সহ যে সমস্ত দেশি- বিদেশি একচেটিয়া কারবারীরা খুচরো ও পাইকারী ব্যবসায় ঢুকছে তারা উৎপাদন, বন্টন, যোগান শৃঙ্খল সহ গোটা ব্যস্থাটাকেই নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে উদ্যত হয়েছে। এর ফলে বহু প্রজন্মের পরিশ্রমে গড়ে ওঠা দেশের নিজস্ব যোগান শৃঙ্খলটাই ভেঙ্গে পড়ছে। বহু ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এটা অনস্বীকার্য যে বর্তমান ব্যবস্থা যথেষ্ট দক্ষতার সাথেই উৎপাদন ক্ষেত্রে থেকে মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয় পণ্য, তার আধুনিকীকরণের প্রয়োজন আছে, কিন্তু সেই অজুহাতে নিজস্ব ব্যবস্থাটাকে সাধারণের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে যেভাবে দেশি- বিদেশি একচেটিয়া কারবারীদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে তাতে আমরা শঙ্কিত। টাটা, বিড়লা, আম্বানি, মিত্তালরা যদি চাল, ডাল, তেল, নুন বিক্রি করতে শুরু করে, তাহলে ছোট ছোট কারবারীরা যাবে কোথায় ?

এছাড়াও মেট্রো ক্যাশ অ্যান্ড ক্যারি, টেস্কো, ওয়ালমার্টের মত সংস্থাগুলি ভারতের কৃষিক্ষেত্রগুলিকে বিশ্ব কৃষি বাণিজ্যের উৎপাদন ক্ষেত্রে পরিণত করতে উদ্যত হয়েছে। এরা বাণিজ্যিক কৃষি এবং চুক্তিচাষ প্রবর্তন করতে চলেছে। এর ফলে স্বনির্ভর কৃষি ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে, প্রান্তিক মানুষদের খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। এই সমস্ত একচেটিয়া কারবারীরা রপ্তানীযোগ্য অর্থকরী ফসল ফলাবে এবং বেশী মুনাফার জন্যে এদেশ থেকে ফল ফুল সবজি শস্য ফলিয়ে প্রথম বিশ্বে চালান করবে। সেই বিশ্ব বাজারের চাহিদা মেটাবার জন্য ব্যবহৃত হবে এদেশের জল, জমি, শ্রম এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ। এই নতুন ব্যবস্থা তাই ঐতিহাসিক নীলচাষের কালোদিনগুলিকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

স্বনির্ভর ব্যবস্থা ভেঙে, বিদেশী বহুজাতিক সংস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি দেশকে যে কী ভয়ানক বিপর্যয়ের মুখে ফেলে দিতে পারে তার স্বাক্ষ্য বহন করছে ল্যতিন আমেরিকার মেক্সিকো, আর্জেন্টিনা সহ দক্ষিণ এশিয়ার থাইল্যান্ড, মালেশিয়ার মত

দেশগুলি, সম্প্রতি বিশ্ব ব্যাপী শেয়ার বাজারের সংকট এবং অস্থিরতা ইতিমধ্যেই ভারতীয় অর্থনীতির উপর ভয়ানক প্রভাব ফেলেছে। তাই এই বিদেশী বিনিয়োগ নির্ভর উৎপাদন এবং বাজার ব্যবস্থার প্রবর্তন দেশের অর্থনীতিকে আরও বিপজ্জনক করে তুলবে এবং দিনে দিনে এই আগ্রাসন আরো ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করবে। তাই এখন উদারনৈতিক অর্থনীতির বিপরীতে, দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশের মধ্য দিয়ে স্বাধীন স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা আরও বেশী করে অনুভূত হচ্ছে।

আগামী ১০ই নভেম্বর নন্দীগ্রামে ‘সূর্যোদয়ের বর্ষপূর্তি’। এই দিনটিকে স্মরণে রেখে নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুর, ভাঙ্গর, রাজারহাট কলিঙ্গনগর সহ সমস্ত অনৈতিক জমি অধিগ্রহন, উৎখাত, উচ্ছেদের প্রতিবাদে এবং খুচরো ও পাইকারী ব্যবসা সহ সার্বিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মিছিল এবং প্রতিবাদ সভার আয়োজন করছে একচেটিয়া আগ্রাসন বিরোধী মঞ্চ। সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে মিছিল শুরু হয়ে যাবে মেট্রো চ্যানেল। ঐ দিন রাজ্যপালের কাছে খুচরো ও পাইকারী ব্যবসায় দেশি- বিদেশি একচেটিয়া কারবারীদের বিনিয়োগের বিরুদ্ধে স্মারকলিপি প্রদান করা হবে।

এই একচেটিয়া আগ্রাসনের শিকার এখন রাজ্য তথা দেশের সমস্ত সাধারণ মানুষ। তাই সবাইকে এবং বিভিন্ন গণ সংগঠনের সাথে যুক্ত মানুষদের সক্রিয়ভাবে এই মিছিলে সামিল হবার আহ্বান জানাচ্ছি।

অভিনন্দন সহ - মহাশ্বেতা দেবী, শাঁওলি মিত্র, কৌশিক সেন, শুভাপ্রসন্ন, বিভাস চক্রবর্ত্তী, জয় গোস্বামী, অভী দত্ত মজুমদার, শক্তিনাথ ঝা, সুনন্দ সান্যাল, দেবব্রত বন্দোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, সুজাত ভদ্র, দেবপ্রিয় মল্লিক, অর্পিতা ঘোষ, ব্রাত্য বসু, কবীর সুমন, শিপ্রা ভট্টাচার্য, কল্যান রুদ্র, অশোকেন্দু সেনগুপ্ত, রণেশ রায়, ভাস্কর গুপ্ত, সিদ্ধার্থ গুপ্ত, অনুপ বন্দ্যোপাধ্যায়, মেহের ইঞ্জিনিয়ার, শতরূপা সান্যাল, তরুণ সান্যাল, প্রতুল মুখোপাধ্যায়, দীপঙ্কর চক্রবর্ত্তী, রতন বসু মজুমদার, প্রেমাংশু দাশগুপ্ত, প্রসূন ভৌমিক, সুদেষ্ণা ব্যানার্জ্জী, ভাস্বতী দত্ত, গুরুপ্রসাদ কর, বিশু দাশগুপ্ত, সৃজন সেন, রবীন মজুমদার, মনীন্দ্র নারায়ণ মজুমদার, ধীরাজ সেনগুপ্ত, শঙ্খশুভ্র নাগ, কুশল দাশগুপ্ত, শিলাদিত্য মাল, মেরুনা মুর্মু প্রমুখ।

৭ই নভেম্বর ২০০৮।